বাংলাদেশে লোকসাহিত্যচর্চা

বরুণকুমার চক্রবর্তী

'বাংলাদেশ' বলতে ওপার বাংলার কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। 'বাংলাদেশ' বললেই যে কয়েকটি বিষয় স্বতঃই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে Law of Association সূত্রে, সেগুলি হল, ইলিশ, পদ্মা, জামদানি, ভাটিয়ালি, আতিথ্য আর অবশ্যই লোক সংস্কৃতি যার অন্তর্ভুক্ত লোকসাহিত্য। পাঠক ভাবতে পারেন, বাংলাদেশ বলতে শুধু এই কয়টি বিষয়ই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে? না, আরও অনেক কিছুই ভেসে ওঠে। যেমন বাংলাদেশের জনক মুজিবুর রহমান, ধানমন্ডী, ভাষা শহীদ স্মারক, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, নববর্ষ উদযাপন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কবি জসীমউদ্দীন, শামসুর রহমান, সাজাদপুর, এনামূল হক, মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আরও অনেক কিছুই।

আপাতত আমরা বাংলাদেশে লোকসাহিত্য চর্চার প্রসঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। অনেকের মনেই এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে বাংলাদেশে পরিশীলিত সাহিত্যের যত না আলোচনা, গবেষণা হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ লোক সংস্কৃতি অথবা লোকসাহিত্যের আলোচনায়। কেননা এই একবিংশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশের গুটি কয়েক অঞ্চলকে বাদ দিলে সামগ্রিকভাবে দেশটি লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার। পরিশীলিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা-গবেষণা যে তুলনামূলকভাবে কম তা কিন্তু নয়। বরং নবীন প্রজন্ম অনেক বেশি পরিশীলিত সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী। তবে এখনও লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতি বাংলাদেশের বৃহদংশের মানুষের মননকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাংলা দেশের মানুষ বড় বেশি লোকসংস্কৃতি মনস্ক।

এখনও এই দেশের গ্রামীণ চরিত্রটি অটুট। রেলপথ তামাম দেশকে ঘিরে ফেলে নি। ফলে গ্রাম আর শহরের ফারাক বিলীন হয়ে যায় নি। এখনও বাংলাদেশ আক্ষরিক অর্থে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠেনি। যদিও এই দেশের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। সম্প্রতি এই দেশ উন্নয়নশীল দেশের তকমা অর্জন করেছে। এখনও এই দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। কারণ আক্ষরিক অর্থেই বাংলা দেশ নদীমাতৃক। প্রচুর সংখ্যক নদী ও জলাশয়ের উপস্থিতি এখানকার মাটিকে সুজলা করেছে। কৃষির উপযোগী পরিমিত উষ্ণতা এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, সর্বোপরি সুলভ শ্রমিক বাংলাদেশকে কৃষি নির্ভর করে তুলেছে।

আমরা জানি লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কৃষি জীবনের। যে ঐতিহ্য ও পরম্পরা হল লোক সংস্কৃতির প্রাণ ভ্রমরা, সেই ঐতিহ্য ও পরম্পরা লক্ষিত হয় কৃষিকার্যে এবং কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ জনের আচরিত আচারে পূজার্চনায়, বিশ্বাসে ও সংস্কারে। শিল্পের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় তা নয়, কিংবা শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে বহির্জগতের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে, জীবন ধারণের মানের আশাতীত উন্নতি হয়, তেমনি শিল্প নির্ভর মানুষ ঐতিহ্য থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ যত যুক্তিনিষ্ঠ হয় তথ্যসমৃদ্ধ হয়, ততই বিশ্বাস, সংস্কার এবং ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটছে ঠিকই, তথাপি সামগ্রিক ভাবে এখনও শিক্ষার মানচিত্র যে খুব উজ্জ্বল তেমন নয়। এর উপর রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাসের রমরমা। এ কারণেও মানুষ ঐতিহ্যকে

পরম্পরাকে এখনও আঁকড়ে রয়েছেন এদেশে।

প্রবাদ চর্চা

প্রবাদ চর্চার প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কাজী দীন মুহম্মদের নাম। ইনি এবং মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী 'লোক সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ' নামীয় গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। প্রকাশ করেছেন বাংলা একাডেমী (ঢাকা) ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। মোট ৯৭৮ টি প্রবাদ সঙ্কলিত। প্রবাদের সঙ্গে অন্তর্নিহিত অর্থ প্রদত্ত হয়েছে, প্রদত্ত হয়েছে পাদটীকায় দুরূহ শব্দের অর্থও। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রমানুসারী।

খোদেজা খাতুনের 'বগুড়ার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের (১৯৭০) দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৪২টি প্রবাদ অর্থসহ সঙ্কলিত। কিছু কিছু Phrase কে প্রবাদ বলে স্থান দেওয়া হয়েছে। মোহম্মদ হাণিফের পাঠানো প্রবাদ চর্চার ক্ষেত্রে একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর 'বাংলা প্রবাদ পরিচিতির প্রকাশকাল ১৩৮২। প্রকাশক বাংলা একাডেমী। এটি বাংলাপ্রবাদের তৃতীয় বৃহত্তর সংকলন। সঙ্কলিত প্রবাদের সংখ্যা ৩৩০০। এরমধ্যে দুইশতের অধিক সংখ্যক খনার বচন অন্তর্ভুক্ত। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে এই লেখকেরই 'পল্লী সাহিত্যের কুড়ান মানিক' প্রকাশিত হয়। এতে সঙ্কলিত প্রবাদের সংখ্যা ২৫৩। জীবন চৌধুরী তাঁর 'পূর্ব ময়মন সিংহের ছড়া'য় (১৩৮৩) যে ১৮টি ছড়ার উল্লেখ করেছেন 'উচিতার্থক ও ধাঁধা বিষয়ক ছড়া' পর্যায়ে, আসলে সেগুলি প্রবাদ। সংখ্যায় সেগুলি ১৮টি।

সরদার মোহম্মদ আবদুল হামিদ রচিত 'চলন বিলের লোক সাহিত্য' প্রকাশিত হয় ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থে ছড়া জাতীয় ৮টি প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। তাছাড়াও ১৯৭টি প্রবাদ বাক্যও অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থটিতে। ১৭টি বাগ্‌ধারা গ্রন্থটির গুরুত্বকে বৃদ্ধি করেছে। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রমানুসারী।

তিতাস চৌধুরী তাঁর 'কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য 'গ্রন্থের (১৩৯০) পঞ্চম অধ্যায়ে ২২৩টি প্রবাদ সংকলিত করেছেন। প্রবাদগুলি কুমিল্লা অঞ্চলের। গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৬৬টি প্রবাদ সংকলিত করেছেন। প্রবাদগুলি কুমিল্লা অঞ্চলের। গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৬৬টি প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। লেখক সংকলিত প্রবাদগুলির ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। ওহীদুল অলম রচিত 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৯১) ১৫৯টি প্রবাদ সংকলিত করেছেন। প্রবাদগুলি চট্টগ্রাম অঞ্চলের, গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বাংলা একাডেমী (ঢাকা)।

'বাংলার লোক সাহিত্য প্রবাদ প্রবচন' গ্রন্থটির রচয়িতা ওয়াকিল আহমদ। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৯৪। গ্রন্থটির প্রকাশক ঢাকার বাংলা একাডেমী। গ্রন্থটির প্রথম বিভাগে স্থান পেয়েছে ৫০০টি প্রবাদ এবং প্রবাদ সম্পর্কিত আলোচনা। দ্বিতীয় বিভাগেও স্থান পেয়েছি ৪০০টি প্রবাদ। পাশ্চাত্য দেশীয় পদ্ধতিগুলির সাহায্যে প্রবাদ প্রবচনের বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। পার্থক্য নিরূপণ করেছেন প্রবাদ ও প্রবচনের। এলান ডান্ডিস ও জি. বি. মিলনারের অনুসরণে প্রবাদের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটির অবয়ব বিশাল নয়, কিন্তু পাঠক এই গ্রন্থপাঠে প্রবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

ছড়া প্রসঙ্গ ঃ

বাংলা দেশে ছড়া চর্চার প্রসঙ্গে যাঁর নাম প্রথমেই মনে আসে তিনি হলেন মোহাম্মদ

সিরাজুদ্দীন কাসিম পুরী। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে কাসিমপুরী প্রকাশ করেন 'লোক সাহিত্যে ছড়া' নামক গ্রন্থটি। প্রকাশক বাংলা একাডেমী। এই গ্রন্থে পরিশিষ্ট সহ চার শতাধিক ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে। ছড়াগুলি সংগৃহীত হয়েছে নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, মীর্জাপুর, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সিলেট জামালপুর, পাবনা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। আঞ্চলিক ধ্বনির ওপর নির্ভর করে সঙ্কলক শব্দের বানান লিখেছেন। সঙ্কালক তাঁর সঙ্কলন ধৃত ছড়াগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন— শিশু বিষয়ক, ছেলেমেয়েদের খেলা ও আমোদ প্রমোদের ছড়া এবং বিবিধ ছড়া। সংকলনটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ছড়াগুলির সহজ সরল উপস্থাপন।

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ি সম্পাদিত 'যশোর খুলনার ছড়া' একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। এটিরও প্রকাশক বাংলা একাডেমী এবং প্রকাশকাল ১৩৭১। ২৬০টি ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে। সংগৃহীত ছড়াগুলির পাঠান্তর, টীকা-টিপ্পনী এবং ছড়া সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট। সংকলিত ছড়াগুলির সুদীর্ঘ ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত আলোচনা সংকলনের মর্যাদাকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।

অধ্যক্ষা খোদেজা খাতুন রচিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বগুড়ার লোকসাহিত্য' গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে 'গ্রাম্য ছড়া' বিষয়ক আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ৮০টিরও অধিক ছড়া সংকলিত।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'লোক সাহিত্য' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যাটি (ফাল্গুন ১৩৮২) ছড়ার সংকলন রূপে প্রকাশিত। সর্বমোট ৫০১টি ছড়া সংকলিত হয়েছে। জীবন চৌধুরীর 'পূর্ব মৈমনসিংহের ছড়া', গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৮৩। এই গ্রন্থে মোট ১৭২টি ছড়া সংকলিত। গ্রন্থটির ত্রুটি হল প্রবাদ এবং ধাঁধাকে ছড়ার শ্রেণীভুক্ত করা।

সরদার মোহাম্মদ আবদুল হামিদ রচিত 'চন্দনবিলের লোক সাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৮৮) ৭০ টির মত ছড়া সংকলিত হয়েছে। তিতাস চৌধুরীর 'কুমিল্লা জেলার লোক সাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৯০) বৃষ্টি আবাহনের ছড়া, ঘুম পাড়ানোর ছড়া সংকলিত।

ওহীদুল আলম তাঁর 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৯১) বেশ কিছু ছড়া সংকলিত করেছেন। তবে লেখক ছড়ার সঙ্গে লোকসাহিত্য ও প্রবাদ বাক্যগুলিকেও ছড়ার সঙ্গে স্থান দিয়েছেন।

সৈয়দ মোহম্মদ শাহেদ রচিত 'ছড়ায় বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি' একটি অতি গুরুত্বের গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৩৯৫। প্রকাশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থের প্রথম পর্বে বাংলা ছড়ার তত্ত্ব ও ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত। দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে সমাজের বিভিন্ন দিক, তৃতীয় পর্বে আলোচিত আধুনিক বাংলা ছড়ায় প্রতিফলিত বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি।

আবু দায়েন 'বাংলাদেশের লোক ছড়া' নামক যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন (২০১১) সেটি ১৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। সংকলনে মোট ১৩২০টি ছড়া স্থান পেয়েছে। নির্বিচারে সংকলনে ছড়ার সঙ্গে প্রবাদ, ধাঁধাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে।

ধাঁধা প্রসঙ্গ ঃ

জনাব রওশন ইজদানী তাঁর 'মোমেন শাহীর লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৬৪) যে 'ছুটকী শিলুকের উল্লেখ করেছেন, আসলে সেগুলি ধাঁধা। লেখক ছটি ছুটকী শিলুকের দৃষ্টান্ত

দিয়েছেন। কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'লোক সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ' শীর্ষক গ্রন্থে (১৩৭৫) সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সঙ্কলিত পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ২৩১টি ধাঁধা সঙ্কলিত হয়েছে। 'বগুড়ার লোক সাহিত্য' গ্রন্থে (১৯৭০) খোদেজা খাতুন চতুর্থ অধ্যায়ে ধাঁধা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ৩০টি ধাঁধা উত্তরসহ সঙ্কলিত। ছাতা, কলার মোচা, আনারস, পুকুর, জাম, আখ, ডিম, নারকেল, তরমুজ, ভাত, উকুন, লেবু, উনান, নৌকা, ঘরের চাল ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ধাঁধাগুলিতে উপজীব্য করা হয়েছে। আশরাত সিদ্দিকী তাঁর বহুখ্যাত 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের (১৯৭৭) ১ম খন্ডের ৭ম পরিচ্ছেদে ধাঁধা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, ৩৭টি ধাঁধা উল্লিখিত হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। কাজী আবদুল অলীক রচিত 'গ্রাম বাংলার ধাঁধা' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৮১। প্রায় সাড়ে পাঁচশত বিষয় নিয়ে রচিত ২০৪০টি ধাঁধা এই সংকলনে উপস্থাপিত। সরদার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ রচিত 'চলনবিলের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৮৮) ৬৩টি ধাঁধা উত্তরসহ সংকলিত। তিতাস চৌধুরী তাঁর 'কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৯০) ২০৩টি বাঁধা সংকলন করে দিয়েছেন। ওহীদুল আলম তাঁর 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে' (১৩৯১) ১০১টি ধাঁধা সংকলন করেছেন। ওয়াকিল আহমদের 'বাংলা লোকসাহিত্য' ধাঁধা গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৪০২। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বাংলা একাডেমী। সংকলন পর্যায়ে ৭০০টি বাঁধা স্থান পেয়েছে। মোট ৩৬৩টি বিষয়কে উপজীব্য করে ধাঁধাগুলি রচিত। মুহম্মদ সিরাজউদ্দীন 'বাংলাদেশের লোক ধাঁধা' (২০০০) গ্রন্থে ৯৪৬টি ধাঁধা সংকলিত করেছেন। আলোচনাংশ স্থান পেয়েছে ধাঁধার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, ধাঁধার শ্রেণীবিভাগ, ধাঁধার ভবিষ্যৎ, ধাঁধার গঠন প্রভৃতি।

লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গ ঃ

'উত্তরবঙ্গের মেয়েলী গীত' বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল ১৩৬৯। সম্পাদনা করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান এবং আলমগীর জলীল। এই গ্রন্থে সংকলিত মোট গানের সংখ্যা ২১৪। গানগুলি রংপুর এবং রাজশাহী থেকে সংগৃহীত। রংপুর থেকে সংগৃহীত গানের সংখ্যা ৭২, রাজশাহী থেকে সংগৃহীত গানের সংখ্যা ১৪২। বিবাহের গান সঙ্কলিত হয়েছে ১১২টি, অপরপক্ষে জীবন চিত্র পর্যায়ের গানের সংখ্যা ৫৪টি।

লোক-সাহিত্য পত্রিকার ৫ম খণ্ডটি (১৩৭২) বারমাসী গানের সংকলন। সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউস। সঙ্কলিত বারমাস্যার সংখ্যা ৩৩। লোক-সাহিত্যের ৭ম খণ্ডটি আনুষ্ঠানিক লোকগীতির সংকলন। প্রকাশকাল ১৩৭৬। এটি সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম। মোট ৮২টি গান সংকলিত। সংকলিত গানগুলির মধ্যে আছে হাইট্যার অনুষ্ঠানের গীত, ব্যাঙ বিয়ার গীত, হুদুমাগীত, ওল্লিগান, নুলোই গীত, বাঘাই পীরের শিরনী গান ইত্যাদি। কবি জসীমউদ্দীন মুর্শীদা গানের সংকলন করেছেন তাঁর 'মুর্শীদা গানে' (১৩৮৪) শুধু গান নয়, প্রারম্ভিক আলোচনা গ্রন্থটির গুরুত্বকে বৃদ্ধি করেছেন। হাবিবুর রহমান রচিত বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, (১৩৮৯) বাংলা লোকসঙ্গীত চর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মোট পাঁচটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সমাপ্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে

লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি ও বিবর্তন, লোকসঙ্গীতের শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি। গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তৃতীয় ও চতুর্থ। এই দুই অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন ভৌগোলিক পরিবেশ এবং লোকসংগীতের প্রসঙ্গ। মহাশূন্য, জলবায়ু, ভূ-অবয়ব উদ্ভিদ, জীবজন্তু কিভাবে লোকসঙ্গীতকে প্রভাবিত করে তার যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

লোকসাহিত্য সংকলন ২৯ সংখ্যাটি বাংলাদেশের মরমী সঙ্গীতের সঙ্কলন। এটি সম্পাদনা করেছেন মোমেন চৌধুরী এবং খোন্দকার রিয়াজুল হক। প্রকাশকাল ১৩৯১। ভাবগান ৬৪টি, ২৮টি বিচার গান, ২৫টি মারকতী গান (ফরিদপুরের), ময়মনসিংহের মারফতী গান ২৩টি, সিলেটের ৮৫টি বাউল গান, ঐ একই অঞ্চলের মারফতী গান ১৭টি—মোট ২৪২টি গান সংকলিত হয়েছে।

ফোকলোর সংকলন৫৯ এর প্রকাশকাল ১৪০০। মোট ২০টি বারমাসী গান এতে সংকলিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন মোমেন চৌধুরী। 'বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের মেয়েলী গীত' প্রকাশ করেছেন মুহম্মদ আবদুল জলিল। প্রকাশকাল ১৪০০ বঙ্গাব্দ। মোট ৪৮০টি গান এতে সংকলিত হয়েছে। শফিকুর রহমান চৌধুরীর 'বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের প্রকাশকাল ১৯৯৪, Contextual Study জন্য বর্তমান গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। লেখক ক্ষেত্র গবেষণার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

বাংলা লোকসঙ্গীত :

ভাটিয়ালি গান, এর লেখক ওয়াকিল আহমদ। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৯৭। মোট ১০০টি নির্বাচিত ভাটিয়াটি গানের সংকলন এটি। লেখক সংকলিত গানগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। 'বাংলা লোকসঙ্গীত : সারিগান' এর প্রকাশকাল ১৯৯৮। ওয়াকিল আহমদ এটিরও রচয়িতা। ১০০টি সারিগান এর সংকলন এটি। ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়েছে মোহম্মদ আবদুল করিম মিঞার 'টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীত'। ৩০২টি গান সংকলিত হয়েছে। সংকলিত গানগুলির মধ্যে আছে সারিগান, দেহতত্ত্বের গান, নবী তত্ত্বের দান, বিচ্ছেদ গান, কারা ভাঙার গান, ছাদ পিটানোর গান। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে প্রেমচেতনা-র প্রকাশকাল ২০১১। লেখক আবুল হাসান চৌধুরী। সর্বমোট চারটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিন্যস্ত। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বারাসে, গীতিকা, বাউল প্রভৃতিকে উপজীব্য করে নারীর পরকীয়া, পুরুষের পরকীয়া, মিলন, মিলন-আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থ যৌন কামনা, প্রেমদর্শন, প্রেমতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সিলেটের বারমাসী গান প্রকাশিত হয়েছে বাংলা একাডেমী থেকে ২০০২ সালে। ৬৯টি বারমাসী সংকলিত হয়েছে। সংকলক নন্দলাল শর্মা। 'বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থটির রচয়িতা মাযহারুন ইসলাম তরু, প্রকাশকাল ২০০২। আবদুল ওয়াহাব লিখেছেন 'বাংলাদেশের লোকগীতি, একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন' ২০০৭। 'বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের শ্রেণী বিন্যাস' গ্রন্থটির রচয়িতা সামীয়ুল ইসলাম, প্রকাশকাল ২০০৭। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতগুলির বর্গীকরণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। আবুল হাসানের 'বাংলা লোকসঙ্গীতে নারী' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ২০০৮।

লোককথা প্রসঙ্গ ঃ

আশরাফ সিদ্দিকীর 'কিশোর গঞ্জের লোককাহিনী'র প্রকাশকাল ১৩৭১। কিশোরগঞ্জ

থেকে সংগৃহীত ৩১টি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। লোককথার সংকলন হিসাবে এটিকে আদর্শ সংকলনের মর্যাদা দিতে হয়। অভিপ্রায় বিশ্লেষণ, তুলনামূলর আলোচনা সংগ্রাহক সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যরাশিতে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত লোকসাহিত্যের ষষ্ঠ খণ্ডটি (১৩৭৩) 'শোলোকী কিস্‌সা' সংখ্যা রূপে চিহ্নিত। মোট ২১টি শোলোকী কিস্‌সা স্থান পেয়েছে সংকলনটিতে। বাংলাদেশের লোককাহিনীর রচয়িতা মুহম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান। এটির প্রথম খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯৯৬, ২য় খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯৯৭। ১ম খণ্ডে ধৃত গল্পের সংখ্যা ৫৫। গল্পগুলি নরসিংদী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। দ্বিতীয় খণ্ডে ধৃত গল্পের সংখ্যা পাঁচ।

'বাংলা লোককথা ব্যাখ্যা দানকারী কাহিনী'র লেখক মুহম্মদ ফারিদউদ্দীন। প্রকাশকাল ২০০৮। তিনটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি বিন্যস্ত।

গীতিকা প্রসঙ্গ ঃ

বাদি উজ্‌জামান সম্পাদনা করেছেন 'মোমেনশাহী গীতিকা'। প্রকাশকাল ১৩৭৭। ছয়টি গীতিকা সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া প্রাসঙ্গিক আলোচনা গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ। 'সিলেট গীতিকার' প্রকাশকাল ১৩৭৯। বদিউজ্‌জামান এটিরও সম্পাদক। মোট ১০টি গীতিকা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। সৈয়দ আজিজুল হক রচনা করেছেন 'ময়মনসিংহের গীতিকা জীবন ধর্ম ও কাব্যমূল্য'। রচনাকাল ১৯৯০। মোহম্মদ শহীদুর রহমান লিখেছেন 'বাংলা সাহিত্যে লোক ঐতিহ্যের প্রভাব'। প্রকাশকাল ২০০১। এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব বিষয়ে। বাংলাদেশে লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রাশক্তির ভূমিকা বাংলা একাডেমীর। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদিই বাংলা একাডেমী প্রকাশিত। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ জরুরী। অনেকগুলি জেলার লোকসাহিত্যের পরিচিতি জ্ঞাপক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সামগ্রিক পরিচিতির তুলনায় বিষয় বিশেষকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে লোকসাহিত্যের সংকলন যত অধিক পরিমাণে প্রকাশিত সে তুলনায় আলোচনা অনেক কম। Folklore বৃত্তের অর্ধাংশ জুড়ে আছে Formelised বা উপাদান বিযুক্ত লোকসংস্কৃতি, যার সিংহভাগই লোকসাহিত্য। আর অর্ধেক বৃত্ত অধিকার করে আছে উপাদান নির্ভর লোক সংস্কৃতি। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চায় প্রথম ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব প্রদত্ত হয়েছে, তুলনামূলক ভাবে দ্বিতীয়ার্ধের ক্ষেত্রে সেই গুরুত্ব অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যের উল্লেখ জরুরী। বাংলা একাডেমী ২০১০ অর্থ বৎসর থেকে লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচী চালু করেছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রেক্ষিতে লোকজ সংস্কৃতির একটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা চলেছে। প্রকাশিত হচ্ছে 'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির গ্রন্থমালা'। প্রতিটি জেলায় একজন করে প্রধান সমন্বয়কারী বা co-ordinator নিযুক্ত হয়েছেন। নিযুক্ত হয়েছেন সংগ্রাহকও। তৃণমূল স্তর থেকে নিবিড় ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে লোকজ উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থমালা ১৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়টি নিবেদিত লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ ও প্রকাশে। লোকপুরাণ, কিংবদন্তী, লৌকিক ছড়া, কিসসা, এমনকী পুঁথি সাহিত্যও সংগৃহীত হয়েছে। এ এক উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও যদি অনুরূপ প্রকল্প শুরু করা যায় তবে বাস্তবিকই একটি যুগান্তকারী কাজ হবে।